An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

Total pages 21 **Date of publishing - 5th April '2023**

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ-২৬২

ASSOCIATION SAMVAD APRIL - 2023 Volume 24 No. 5

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

এপ্রিল - ২০২৩

www.bengalassociation.com

সম্পাদকের কলমে

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এলো সমাপন, চৈত্র অবসান
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের সর্বশেষ গান!!

চৈত্র সংক্রান্তির নিশি অবসানে, নতুন সূর্যের আলোতে মাখামাখি হয়ে, দোরগোড়ায় উপস্থিত হবে আবারও একটা নতুন বছর। বহির্বঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে, চেনা পথের পথিক হয়ে নিয়মিত আনাগোনা করলেও, প্রযুক্তির জোয়ারে সেই পুরানো ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ ঘটেছে অনেকটাই। গ্রাম বাংলা ছাড়িয়ে বাঙালি জাতি আজ দেশের কোণায় কোণায় শাখা প্রশাখা মেলে ধরলেও, আধুনিক স্মার্ট বাজার অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে, ছোট ব্যবসায়ীদের আশা ভরসার সেই ঐতিহ্যবাহী 'চৈত্র সেল'। বাঙালির শিরায় শিরায় রক্তকণায় বয়ে চলা চৈত্র সেলে, বিশেষ ছাড়ে কেনা নতুন পোশাকের আনকোরা গন্ধ আর নাকে ঝাপটা দেয় না। গ্রামীণ সংস্কৃতির চল হিসাবে নববর্ষের সকালে, সেই জল ঢালা পান্তা ভাত, ডালের বড়ার টক, কাঁচা লঙ্কা পুড়িয়ে সর্ষের তেল আর লবণ মাখানো আলুসিদ্ধ সঙ্গে ভাজা পুঁটি মাছ, প্রায় সবই রূপ বদলে জায়গা করে নিয়েছে সুশোভিত রেস্তোরাঁয়, বাসন্তী পোলাও, ইলিশ ভাপা, চিংড়ির মালাইকারী, ভেটকি পাতুরি এইসব রাজসিক পদে।

পয়লা বৈশাখ এলেই, ফিরে ফিরে আসে কতো ছায়া ছায়া দিনগুলো। পুরানো স্মৃতি উজান বেয়ে মন ছুঁলে আজও ভাবতে বসি, নববর্ষের প্রাক্কালে, রীতি অনুযায়ী, ছোট বড়ো প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ীরা, নিজ দোকানের জমে থাকা পুরানো ঝুল ময়লা পরিষ্কার করিয়ে, নতুন উদ্যোগে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতেন। প্রত্যেক নববর্ষের সকালে স্নান সেরে, ধুতি পাঞ্জাবি বা নতুন বস্ত্র পরিধান করে, লাল রঙের 'হালখাতা' সাথে নিয়ে, মন্দিরে দেবতার পায়ে স্পর্শ করিয়ে, লাল টকটকে সিঁদুরে স্বস্তিকা চিহ্ন এঁকে নতুন বছরের হিসাব শুরু করা, সবটাই প্রায় এখন যন্ত্রদানবের অধীনে। অবশ্য কিছু মফস্বল শহরে, এখন রেডিমেড পৈতেধারী পুরোহিত সরাসরি দোকানে এসে, ব্যবসায়ীদের সাত সকালে মন্দির যাওয়ার হ্যাপা, লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর কষ্ট, অনেকটাই লাঘব করেছেন। আজকাল হোয়াটস্যাপ মাধ্যমে মেসেজের বন্যা বইলেও, সেই হলুদ পোস্টকার্ড বা নীল ইংল্যান্ড লেটারে নববর্ষের চিঠি আজ কুয়াশা ঘেরা স্মৃতি হয়ে আছে। রাজধানী শহরে বসে এখনকার বাঙালি প্রজন্ম ভাবতেই পারে না, নববর্ষের সন্ধ্যায় পাড়ার দোকানে যৎসামান্য টাকা দিয়ে খাতা খোলার রীতি, পুরানো বকেয়া হিসাব মিটিয়ে ব্যবসায়িক

সম্পর্ককে তরতাজা রাখার প্রক্রিয়া, দোকানের সামনে রাখা কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারে বা নিচু টুলে বসে, লাল নীল সবুজ প্লাস্টিক গ্লাসে ঠান্ডা পানীয় উপভোগ করা এবং পরিশেষে মিষ্টির প্যাকেট ও ক্যালেন্ডার হাতে বাড়ি ফেরার সেই পরিতৃপ্ত অনুভূতি।

তবে সুখের কথা, বাংলা নববর্ষের যতই আধুনিকরণ ঘটুক না কেন, গেলো গেলো রব উঠলেও, সুখ দুঃখের সাথে ভাব করে রাজধানী শহরে নানা প্রান্তে আজও সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে বসন্ত মেলা, চৈত্র মেলা এবং বৈশাখী মেলা। যেখানে আজও খুঁজলে পাওয়া যায় বাঙালির ঐতিহ্যবাহী রকমারি লোভনীয় পদের সম্ভার। হারানো শৈশবকে পুনরুদ্ধার করে, রাজধানী দিল্লি শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং কিছু সচেতন মানুষ, তাঁদের আন্তরিক আয়োজনে, নতুন প্রজন্মের বাচ্চাদের সামনে মেলে ধরছেন কার্টুন কম্পিটিশন এবং যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা। অভিজাত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়েও বাচ্চারা মাতৃভাষাকে ভালোবেসে, আন্তরিকভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে বিভিন্ন বাংলা নাটকে এবং তাদের উচ্চারণেও কোনো দোষ ত্রুটি খুঁজে পাওয়াও কষ্টকর হয়ে উঠছে। এর চাইতে গর্বের কথা আর কি হতে পারে?

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লির অধ্যক্ষ শ্রী তপন রায়, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী এবং কার্যনির্বাহী সমিতির তরফ থেকে, আমাদের গর্বের প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য, তাঁদের পরিবারবর্গ এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে বসবাসরত মনে প্রাণে সকল বাঙালিকে "বাংলা নববর্ষের" অসংখ্য শুভেচ্ছা, আন্তরিক প্রীতি ও শুভকামনা রইলো। **"নতুন বছরের নতুন যাত্রাপথ, সুখ আর সমৃদ্ধিময় হয়ে উঠুক। শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪৩০"।**

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব সংবাদ

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বাংলা বইমেলা ১৬-১৯শে মার্চ, দিল্লির গোল মার্কেটের কাছে পেশোয়া রোড গৃহ কল্যাণ কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পালিত হয়েছে। এবারের বইমেলা প্রাঙ্গণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের কয়েকজনকে স্মরণ করে নামকরণ করা হয়েছিল। বইমেলার প্রধান প্রবেশদ্বার নামকরণ করা হয়েছিল বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এবং রাজধানী শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে। বইমেলার প্রাঙ্গণ আমরা আমাদের প্রাক্তন সহ সভাপতি এবং প্রাক্তন

আইপিএস দেবাশিষ বাগচী ও সাহিত্যিক সুজন দাশগুপ্তের নামে নামকরণ করেছিলাম। সাংস্কৃতিক মঞ্চটির নামকরণ করা হয়েছিল বাঙালি জাতির গর্বের চলচ্চিত্র অভিনেতা, নাট্য-পরিচালক, নাট্যকার, লেখক এবং কবি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম এবং বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০টি প্রকাশক/পুস্তক বিক্রেতা উপস্থিত ছিলেন এই মিলনমেলায়। এই মেলায় সুবৃহৎ এবং নামী প্রকাশনা সংস্থা, যেমন আনন্দ পাবলিশার্স, দে'জ, পত্র ভারতী, মিত্র ও ঘোষ হাজির ছিলেন, ঠিক তেমনই অভিযান, সৃষ্টিসুখ, দ্য ক্যাফে টেবিল, লিরিকাল, গুরুচণ্ডালী, ইতিকথা, খোয়াই বা খসড়া খাতার মতো নবীন এবং উদ্যমী প্রকাশকও সামিল হয়েছিলেন। দিল্লির কাব্যরস পিপাসু এবং সাহিত্য প্রেমী সুহৃদয় মানুষের প্রাণ চঞ্চল অংশগ্রহণে তথা প্রাণের আনন্দে এবং ভাবের আদান-প্রদানে, আমরা সকলে অভিভূত এবং কৃতজ্ঞ। গত ১৬ই মার্চ বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল চমক। পণ্ডিত দেবু চৌধুরীর সুযোগ্য শিষ্য শ্রী নীলরঞ্জন মুখার্জীর স্লাইড গিটার (হাওয়াইয়ান গিটার) বাদন এবং তবলা সঙ্গতে ছিলেন জয়পুর ঘরানার বিখ্যাত তবলা বাদক ফতেহ সিং গাঙ্গানী। এই দুই বিশিষ্ট শিল্পীর যৌথ পরিবেশনা, বইমেলা প্রাঙ্গণকে সুললিত ছন্দে আলোকিত করে তুলেছিলো। সেদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ত্রিপুরা বিবেক নগর রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ, সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক শ্রী তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শ্রী বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্রীড়া সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রী সব্যসাচী সরকার এবং শ্রী দেবপ্রসাদ রায়। উপস্থিত বিশিষ্ট গুণীজন তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে আমাদের সমৃদ্ধ করেছিলেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শ্রী তপন রায়, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, সহ সভাপতি শ্রী উৎপল ঘোষ এবং শ্রী শুভাশিস গুপ্ত। সেদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছিলেন, শ্রী দেবাশিস ব্যানার্জী এবং মৌলী গাঙ্গুলী।

বইমেলার প্রথম দিনের সন্ধ্যায়, উপস্থিত ছিলেন 'ফিরে দেখা মুক্তিযুদ্ধ: বাংলাদেশের বিশিষ্টজন' শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের সংসদ সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধা ফজলে হোসেন বাদশা, ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দৌহিত্রী, বিশিষ্ট সমাজ ও মানবাধিকারকর্মী সংসদ সদস্যা আরমা দত্ত, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক এবং মুক্তিযোদ্ধা আবেদ খান, বাংলাদেশের

বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের অন্যতম সমন্বায়ক এবং ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর প্রমুখ। অগণিত দর্শকের উপস্থিতিতে 'সংগ্রাম, সিদ্ধি ও মুক্তি' বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছিল। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছিলেন বাংলা ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের আহ্বায়ক সৌমব্রত দাশ। এরপরে সাংস্কৃতিক মঞ্চে গানের ডালি শীর্ষক অনুষ্ঠানে অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশনে মুগ্ধ করেন, দিল্লির 'কুমার হিন্দুস্থানী কয়্যার' গ্রুপ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোয়ালিয়র ঘরানার বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী কণ্ঠশিল্পী কুমার অখিল মহাশয়।

বইমেলার প্রতিদিন সকালে স্কুলের বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। গল্প পাঠের আসরে অংশ নিয়েছিলেন রাজধানী শহরের সুপরিচিত লেখক শ্রী নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রী কালিপদ চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সংযোজনায় ছিলেন পৃথা দাস। কবিতা পাঠের আসরে অংশ নিয়েছিলেন প্রাণজি বসাক, কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য্য সহ বিশিষ্ট কবিগণ। সঞ্চালনায় ছিলেন গোপা বসু। সন্ধ্যায় উৎসবের সাংস্কৃতিক মঞ্চে, রাজধানী শহরের বিশিষ্ট শিল্পীরা পরিবেশন করেছেন উন্নতমানের নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনের বইমেলায় ছিল কবি অমিত গোস্বামীর সাথে কথোপকথন। সংযোজনায় ছিলেন অগ্নিভ ঘোষ। সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আলাপ সংযোজনায় ছিলেন রিমি মুৎসুদ্দি। বাইশ গজের গল্প: ক্রিকেট আড্ডায় ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রী সব্যসাচী সরকার এবং সাহিত্যিক শ্রী বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সৌরাংশু সিংহ। তৃতীয় দিনে সিন্ধু সভ্যতার কথা নিয়ে আলোচনায় ছিলেন দীপন ভট্টাচার্য্য এবং সংযোজনায় ছিলেন অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক বাংলা প্রকাশনার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য। সংযোজনায় ছিলেন সুমন্ত ভৌমিক। এরপর দুই শহর দুই কবি শীর্ষক অনুষ্ঠানে অগ্নি রায় এবং শ্রী বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত এবং মূল্যবান সৃষ্টি আগ্রহী শ্রোতার কাছে তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে আলাপচারিতায় ছিলেন শৌভ চট্টোপাধ্যায়।

বইমেলার শেষ দিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর এবং অ্যানিমেটর শ্রী শুদ্ধসত্ব বসু। বই হয়ে ওঠার পিছনে প্রচ্ছদ এবং অলঙ্করণের ভূমিকা ঠিক কতখানি সেই বিষয়ক মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। এরপর গ্রাফিক নভেল এবং ভবিষ্যতের গল্প নিয়ে নানা অজানা কথা উঠে আসে বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং লেখক সমৃদ্ধ দত্ত'র একান্ত কথায়। দুটি অনুষ্ঠানেই আলাপচারিতায় ছিলেন বিশ্বজ্যোতি ঘোষ। দলিত সাহিত্যে মিথ নিয়ে আলোচনায় মুগ্ধ করেছিলেন,

বিশিষ্ট দুই সাংবাদিক সমৃদ্ধ দত্ত এবং প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত। বইমেলার সমাপ্তি দিনে দুপুরে রূপান্তরে নাটক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সমৃদ্ধ করেছিলেন রাজধানী শহরের তিন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল রায়, রবিশঙ্কর কর এবং শমীক রায়। সংযোজনায় ছিলেন নীলাশিস ঘোষ দস্তিদার। এরপর নারীবাদ নারীবাদী সাহিত্য: সমাজ ও সাহিত্যে মহিলাদের অবস্থান নিয়ে একটা মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, ডঃ শ্রাবন্তী সেন, মঞ্জিরা সাহা, শতাব্দী দাশ, টুম্পা মণ্ডল এবং ডঃ শর্মিষ্ঠা সেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সুদক্ষ পরিচালনায় ছিলেন, অধ্যাপিকা ডঃ শাশ্বতী গাঙ্গুলী। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বইমেলার শেষ দিনে দুপুরে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজধানী শহরের অন্যতম বাচিক শিল্পী, শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর ভরাট কণ্ঠে তিনটি কবিতা উপস্থিত দর্শকের সামনে পাঠ করে শোনান। ওনার অসাধারণ পরিবেশনে, তসলিমা নাসরিনের '১৫০০ সাল', অর্জুন চৌধুরীর 'তিয়াত্তরের ডায়রী' এবং শুভ দাশগুপ্ত'র 'যদিও' কবিতাগুলি শুনে উপস্থিত দর্শক মহলে পরিতৃপ্তির আবহাওয়া দেখা যায়।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে, সমবেত সঙ্গীতে রাজধানী দিল্লি শহরের ছন্দবাণী, সাম্পান, কলতান, সহচরী, গীতভারতী প্রভৃতি নামকরা সঙ্গীতের দলগুলি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। সেন্ট্রাল নয়ডা পূজা কমিটির (CNPC) কিছু সংস্কৃতিপ্রেমী উৎসাহী ব্যক্তির সযত্নে গড়ে তোলা 'ব্যতিক্রমী গ্রুপ', বসন্ত বিষয়ক একটা নৃত্যালেখ্য 'অধরা ফাল্গুন' আমাদের বইমেলা মঞ্চে প্রথমবার পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শককে মুগ্ধ করেছিলেন। এবারের বইমেলায় লোকসঙ্গীত পরিবেশনে শ্রী শম্ভুনাথ সরকার এবং স্বর্ণযুগের বাংলা গানে শ্রী প্রসূন মুখার্জী উপস্থিত সকল দর্শকের মন ভরিয়ে দেন। বিশেষ অতিথি শিল্পী হিসাবে কলকাতা থেকে এবারে উপস্থিত ছিলেন ডঃ আরাত্রিকা ভট্টাচার্য্য। তিনি নানা আঙ্গিকের বাংলা গান পরিবেশনে উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেন। তবে এবারের বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠান অভিনব ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। বহির্বঙ্গে মাতৃভাষাকে ভালোবেসে, বাংলা ভাষাকে নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে, কয়েকজন উৎসাহী মানুষ বিশেষ করে সরিতা দাস, মহুয়া রায়, মিত্রা সাহা, তপন মুখার্জী সহ আরও অনেকেই তাঁদের চরম ব্যস্ততার মধ্যেও হাতে লিখে নানা ধরনের পোস্টার বানিয়ে এনেছিলেন। পরিসমাপ্তি অনুষ্ঠানে, হৃদয়মথিত এক দেশাত্মবোধক বাংলা গানের সাথে রাজধানী শহরের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী বিহু দত্তের অসাধারণ নৃত্যশৈলী দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং তারপর যাবতীয় হাতে লেখা পোস্টার, উৎসাহী মানুষেরা মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উপস্থিত দর্শকের কাছে এক বিশেষ বার্তা তুলে ধরেছিলেন যা বিশেষভাবে প্রসংশিত হয়েছিল। যাঁরা

তাঁদের অমূল্য সময় ব্যয় করে, খুবই যত্ন সহকারে এই পোস্টারগুলো নিজহাতে বানিয়ে এনেছিলেন, তাঁদের সকলকেই এই বিশেষ উদ্যোগে সামিল হওয়ার জন্য আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। রাজধানী শহরের বইমেলার শেষ দুদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কেন্দ্র করে জনসমাগম কিছুটা কম হলেও উৎসাহী বইপ্রেমী এবং সঙ্গীত প্রেমী মানুষের ভিড় ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন বইয়ের স্টলে, লেখক সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে, তাঁদের স্বাক্ষর সম্বলিত নানা ধরণের বই কিনে প্রচুর পাঠক পরিতৃপ্ত হয়েছেন। তাঁরা প্রায় সবাই ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অস্থায়ী মঞ্চে অপেক্ষা করেছেন, অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী মেখলা দাশগুপ্তকে সামনে থেকে একপলক দেখতে, ছবি তুলতে এবং মন প্রাণ দিয়ে গান শুনতে। সব মিলিয়ে আমাদের দারুণ প্রাপ্তি। আপনাদের সকলের বিশেষ সহযোগিতা, সত্যিই মনে থাকবে অনেকদিন।

বিশ্ব নাট্য দিবস - বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন

গত ২রা এপ্রিল, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবছরেও মুক্তধারা মঞ্চে পালন করা হলো, বিশ্ব নাট্য দিবস। সকাল সাড়ে দশটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ শ্রী তপন রায় মহাশয়, পৃষ্ঠপোষক শ্রী দেবপ্রসাদ রায় মহাশয়, সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, বিশ্ব নাট্য দিবসের অধ্যক্ষ শ্রী তরুণদাস, ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক শ্রী ভক্তি দাস এবং সভাপতি শ্রী সুভাষ কুমার বোস এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ শ্রী সৌরাংশু সিংহ প্রমুখ। রাজধানী শহরের নামকরা ১৮টি নাট্যদল - বিকল্প, সৃজনী, চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজ, আমরা ক'জন, চেনামুখ, স্বপ্ন এখন, থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম, দক্ষিণায়ন নাট্য গোষ্ঠী, পুনঃশ্চ, ভূষণ এমেচার, করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ, নাট্যরঙ্গ, ড্রামা সোসাইটি আকৃতি, অন্তরঙ্গ থিয়েটার ফোরাম, হরাইজোনস, নির্বাক এক্টিং একাডেমি, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটি এবং নবপল্লী নাট্যসংস্থা এই বিশেষ দিনে ওনাদের সেরা নাটক মঞ্চস্থ করলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে নাট্যপ্রেমী মানুষের উপচে পড়া ভিড়ে এক আন্তরিক আবহাওয়ায় সারাদিন আনন্দে কাটলো। সমস্ত নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর, প্রতিটি নাট্যগোষ্ঠীকে স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং দিল্লিতে বাংলা নাটকের প্রতি বিশেষ অবদানের জন্য একটি বিশেষ স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয় শ্রী তারক সরকার মহাশয়কে।

মুক্তধারা মঞ্চে প্রায় আড়াইশো আসনের ব্যবস্থা করা হলেও, প্রচুর পরিমানে আগত নাট্যপ্রেমী দর্শক সকলকে আমরা বসার জায়গা করে দিতে পারিনি।

আমাদের এই অক্ষমতা আপনারা সকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আগামী প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে আপনারা এইভাবেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন, এটাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ। দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, রাজধানী শহর তথা সংলগ্ন এলাকার বাঙালিদের গর্ব। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিজের হাতে গড়ে তোলা, ওনার স্বপ্নের এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে, আপনারাও সদস্যতা গ্রহণ করে, এইভাবেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সহযোগিতা করুন, আপনাদের সকলের মূল্যবান উপদেশকে পাথেয় করে, চলুন আমরা এই প্রতিষ্ঠানকে আরও বৃহৎ আকারে তুলে ধরে সবার মাঝে দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। তবেই প্রবাসে মাতৃভাষাকে প্রচার ও প্রসারে সার্থকতা খুঁজে পাবো।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের আগামী অনুষ্ঠান

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন এবং নেতাজি সুভাষ সংগঠন-এর যৌথ উদ্যোগে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু জয়ন্তী স্মরণে এবছর জানুয়ারী মাসে একটা আন্তঃস্কুল রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আগামী ৮ই এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত, মুক্তধারা মঞ্চে সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনীকার শ্রী কিংশুক নাগ মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ (আইএনএ) এর একমাত্র জীবিত সদস্য, লেফটেন্যান্ট আর মাধওয়ান। এনার বর্তমান বয়স ৯৭ বছর। ইনি ১৯৪৩ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। তিনি যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, অপরদিকে AHF (আজাদ হিন্দ ফৌজ) এর রিক্রুটমেন্ট অফিসার এবং তহবিল সংগ্রহকারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আপনাদের সকলকে বিশেষ অনুরোধ, এই বিশেষ দিনে, এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানাতে এবং স্কুলের বাচ্চাদের আনন্দ ও উৎসাহ দিতে সবান্ধবে যোগদান করে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন।

আগামী ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের 'বর্ষ বিদায় বর্ষ বরণ' অনুষ্ঠান পালিত হবে। সান্ধ্যকালীন এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, দিল্লির বিশিষ্ট শিল্পীরা সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশনে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠান শেষে সকলে মিলে মিষ্টিমুখ করে নতুন বাংলা বছরকে আহ্বান জানাবো। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য এবং শুভাকাঙ্খীদের সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ আগামী ১৬ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায়, মুক্তধারা মঞ্চে পরিবেশিত হবে এই মাসের নাট্যমেলা। দিল্লি শহরের দুই সুপরিচিত নাট্য গোষ্ঠী এই তৃতীয় নাট্যমেলায় অংশ নেবেন। গৌতম দাশগুপ্তর পরিচালনায় নির্বাক এক্টিং একাডেমি প্রস্তুত করবে চন্দন সেনের নাটক 'সৌদামিনী'। ইন্দিরাপুরমের প্রান্তিক কালচারাল সোসাইটি প্রযোজিত আবাহন নাট্য গ্রুপ প্রস্তুত করবে নাটক 'যুদ্ধের আগে'। এই নাটকের পরিচালনা করেছেন স্বাতী মুখার্জী। গত জানুয়ারী মাসের নাট্যমেলায়, হলভর্তি দর্শকের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে অসাধারণ সাফল্যের সাথে ভূষণ এ্যমেচার গোষ্ঠী এবং চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটি তাদের দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। এই বিশেষ উদ্যোগের কান্ডারী শ্রী ভক্তি দাসকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হলো।

দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ৭ই মে রবিবার সকাল সাড়ে ছ'টায়, মান্ডি হাউসের সন্নিকটে কোপারনিকাস মার্গে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরের ঐতিহ্যবাহী প্রভাতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে। রাজধানী দিল্লি শহরের একমাত্র এই বিশালাকার প্রভাতী অনুষ্ঠানে যেকোনো উৎসাহী ব্যক্তি গান, কবিতা, নৃত্য, নাট্যাংশ বা পাঠে অংশ নিতে পারেন। নাম পাঠানোর শেষ তারিখ এই মাসের ২৫শে এপ্রিল। বিস্তারিত জানতে নিয়মাবলী পোস্টারে চোখ রাখতে পারেন।

আনন্দ সংবাদ

সম্প্রতি, প্রবাসে অনুবাদ চর্চার স্বীকৃতি হিসাবে অমৃতা বেরা এবং প্রদীপ কুমার রায় 'সোনালী ঘোষাল সারস্বত সম্মানে' ভূষিত হয়েছেন। দিল্লি নিবাসী অমৃতা বেরা মূলত অনুবাদ কর্মী এবং তিনি হিন্দি-ইংরাজি-বাংলা তিন ভাষাতেই পারস্পরিক অনুবাদ করেন। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রী প্রদীপ কুমার রায় বর্তমানে ওড়িশা রাজ্যের ভুবনেশ্বর শহরের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরে ওড়িয়া থেকে বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের কাজ করে চলেছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে উভয়কেই ওনাদের অবদানের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভকামনা জানানো হলো।

রাজধানী শহরে লে রিদম ফাউন্ডেশন একটি বিশেষ সুপরিচিত নাম। এই নামী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রী রাজীব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ওনাদের ছাত্রী অনন্যা চৌধুরী, ওড়িশার নৃত্য নাট্যম অ্যান্ড রিদম কালচারাল সেন্টার দ্বারা

আয়োজিত, এ বছরের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন। এছাড়াও অনন্য, এবছরে ভারত সরকার আয়োজিত, ভারতীয় শিল্প সাংস্কৃতিক জাতীয় নৃত্য (জুনিয়র ক্যাটাগরীতে কত্থক পুরস্কার) প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও পুরস্কৃত হয়েছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে অনন্যা এবং লে রিদম সংস্থার শিক্ষা গুরুদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হলো।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংবাদ

রাজধানী শহরের রাসজ ফান্ডেশন-এর উদ্যোগে এবং ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের সহযোগিতায়, গতমাসে, ফাউন্টেন লনে তিনদিন ব্যাপী নৃত্য, সঙ্গীত এবং শিল্প উদযাপন অনুষ্ঠান পালিত হলো। এই তিনদিনের বিশেষ উৎসবে, মোহিনীঅট্টম, কর্নাটিক সঙ্গীত ম্যান্ডোলিন এবং বাঁশি, ভরতনাট্যম, ওডিসি, হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সেতার এবং হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসেছিল। অন্যান্য খ্যাতনামা শিল্পীদের সাথে পরিবেশনে উপস্থিত ছিলেন, পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত পন্ডিত শ্রী বুধাদিত্য মুখার্জী এবং পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত পন্ডিত শ্রী অজয় চক্রবর্তী।

গত ১৪ই মার্চ, ভারত সরকার আয়োজিত হাতি দিবস (Elephant Day) উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে একটা সাংস্কৃতিক দিবস পালন করা হয়েছিল দিল্লির রয়েল প্লাজা হোটেলে। উপস্থিত ছিলেন এশিয়া মহাদেশের সাতটি দেশের বিভিন্ন ব্যক্তিরা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই বিশেষ দিনে উদ্বোধনী নৃত্যে 'গণেশ বন্দনা' পরিবেশন করেন, পূর্ব দিল্লির শিঞ্জন ইনস্টিটিউটের কর্ণধার শ্রীমতী স্মিতা চক্রবর্তী। দিল্লি শহরের পটপরগঞ্জ এলাকার এই স্কুলটি দীর্ঘদিন ধরে, নতুন প্রজন্মের বাচ্চাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, অঙ্কন, নৃত্য শেখানোর মাধ্যমে দেশজ সংস্কৃতির প্রচার এবং প্রয়াস করে চলেছেন।

গত ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৬টায়, দিল্লির মাতৃমন্দিরের উদ্যোগে, মাতৃমন্দির লাইব্রেরী হলে, মধুমাস বসন্তের দখিনা হাওয়ায় মেতে উঠে পালিত হলো 'আহা আজি এ বসন্তে' শীর্ষক অনুষ্ঠানটি। উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক IIT Delhi ড. অঞ্জন রায়, অধ্যাপক দীপেন্দ্রনাথ দাস (JNU), অধ্যাপিকা ভাস্বতী দাস (JNU), আবৃত্তিতে অসীম মিশ্র, কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য, তপন চট্টোপাধ্যায়, বারীন চক্রবর্তী, শঙ্কর দে, চন্দনা দে (শ্রুতিনাটক), সঙ্গীত পরিবেশনে ছিলেন রঞ্জিতা দত্ত, হীরা

সরকার। গল্প পাঠে ছিলেন নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, ডাঃ পার্থ রায় (ভাইরোলজিষ্ট), বিশিষ্ট অঙ্কোলজিষ্ট সার্জন মুকুরদিপি রায় (AIIMS Delhi) এবং আরও অনেক বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি। বহু বিশিষ্টজন দর্শক আসনে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তুলেছেন।

গত ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায়, যশোর খুলনা মিলন সমিতি (JKMS)র সৌজন্যে, চিত্তরঞ্জন পার্কের নেতাজী সুভাষ সভাগারে, অনু নাটক 'দাদামশাই রবীন্দ্রনাথ' মঞ্চস্থ হয়েছে। নির্দেশনায় ছিলেন শ্রী বিশ্বজিৎ সিংহ।

রাজধানী দিল্লির পূর্বশ্রী মহিলা সমিতি এবং হেল্প এন্ড হিল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে গত ১-২ এপ্রিল দু'দিনের এ বছরের 'চৈত্র মেলা' উদযাপিত হয়েছে বেশ সাড়ম্বরে। চৈত্র প্রভাতে প্রবীণ নাগরিকদের দ্বারা অনুষ্ঠান, ম্যাক্স হাসপাতালের ক্যান্সার বিভাগের উদোগে বিখ্যাত মেডিকেল অনকোলজিস্ট ডাঃ মিনু ওয়ালিয়ার নেতৃত্বে এবং প্রখ্যাত গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট, পালমোনোলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট, ইউরোলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট, অর্থোপেডিক, স্কিন স্পেশালিস্ট, গাইনোকোলজিস্ট এবং জেনারেল ফিজিশিয়ানের উপস্থিতিতে ফ্রি স্পেশালিটি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন হয়েছিল। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বাস্থ্যের উপর ক্যুইজ, সবরকম বয়সের স্কুলের বাচ্চাদের জন্য কার্টুন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া ফিল্মি ক্যুইজ, শ্রুতি নাটক, বিকল্প দলের বাচ্চাদের নাটক 'জুতা আবিষ্কার', সৌগত কুন্ডু, সুরজিৎ মুখার্জী এবং অনুষ্কা মুখার্জীর আধুনিক গান, উজান গোষ্ঠীর লোকগান, শিশু শিল্পী সায়েশা চৌধুরীর তবলা বাদন ছিল এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এই মেলায় লোভনীয় খাবারের স্টল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পোশাক, সাজসজ্জা এবং অলঙ্কাররে স্টল এই মেলার গুরুত্ব বাড়িয়েছিল।

আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, পশ্চিমবঙ্গের নাট্যক একাডেমি (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ) রাজধানী দিল্লি শহরে আগামী ৮-৯ এপ্রিল দু'দিনের একটা বাংলা নাট্য উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে মান্ডি হাউস সংলগ্ন এল.টি.জি. অডিটোরিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক শ্রী কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। দিল্লির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাট্য দল যথাক্রমে চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজ, বিকল্প, সৃজনী, চেনামুখ, আকৃতি

এবং প্রারম্ভ নাট্য গোষ্ঠী তাঁদের সেরা নাটকগুলো পরিবেশন করবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নিউ দিল্লি কালীবাড়ির বার্ষিক নাট্য উৎসবে সেরা নাটক হিসাবে পুরস্কৃত, প্রারম্ভ নাট্য গোষ্ঠীর 'ফাদার' নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ হবে। নাট্য উৎসবের শেষ দিনে সন্ধ্যা ৬টায়, রাকেশ ঘোষের পরিচালনায়, কলকাতার 'দমদম শব্দ মুগ্ধ নাট্যকেন্দ্র' পরিবেশন করবেন তাঁদের 'স্যাফো চিত্রাঙ্গদা' নাটকটি। উৎসাহী দর্শক এই উৎসবের আনন্দ নিতে পারেন অবাধ প্রবেশের মাধ্যমে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনারের কার্যালয়, নতুন দিল্লির ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ১৫ই এপ্রিল শনিবার দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়িতে বর্ষবরণ উৎসব 'পয়লা বৈশাখ' পালন করা হবে। সেদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন রাজধানী দিল্লি শহরের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী সুমনা ব্যানার্জী ও শ্রী রাজর্ষি দেবরায়।

আগামী ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়, দিল্লির লোধি রোড সংলগ্ন ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে এই বছরের বার্ষিক 'পয়লা বৈশাখ' কনসার্টের আয়োজন করতে চলেছে 'ইম্প্রেসারিও ইন্ডিয়া'। 'আমার রবি - রাগে অনুরাগে' শীর্ষক অনুষ্ঠানে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শাস্ত্রীয়, লোকজ এবং পাশ্চাত্য অভিমুখের সঙ্গীত পরিবেশনা করবেন শ্রীমতি বিশাখা বসু। যন্ত্রসংগীত সহায়তায় থাকবেন, নীল রঞ্জন মুখার্জী (হাওয়াইয়ান গিটার), বাঁশিতে কুমার শর্মা এবং কিবোর্ডে মিহির বসু।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এই দর্শনে চালিত হয়ে আগামী ১৬ এপ্রিল রবিবার, দিল্লির মহাবীর এনক্লেভের আয়োজনে এ বছরের 'রাইসিনা সাহিত্য উৎসব' শুরু হতে চলেছে। স্থান ঃ পোর্টা কেবিন, রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, পকেট ১, সেক্টর-১, ডিডিএ (এসএফএস), দ্বারকা। দিল্লির কবিদের কবিতা পাঠ, বই ও পত্রিকা উন্মোচন, বাচিকশিল্পীদের কণ্ঠে আবৃত্তি এবং কবিতা নির্ভর মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা, শ্রী প্রাণজি বসাক, প্রণব দত্ত অথবা পীযুষ কান্তি বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সহায়তায় নিউ দিল্লি কালীবাড়ির উদ্যোগে, কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে এই প্রথম বাংলা বইমেলার আয়োজন হতে চলেছে। এই মেলা আগামী ২২-৩০ এপ্রিল প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। একাধিক বইয়ের স্টল সহ তাঁত ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী, খাদ্য উৎসব, সেমিনার এবং বিভিন্ন বাংলা স্কুলের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

দেখার সুযোগ পাবেন। উৎসাহী ব্যক্তিরা বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিউ দিল্লি কালীবাড়ি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

আগামী ২৫শে এপ্রিল, লোধি রোডের ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারের স্টেইন অডিটোরিয়ামে সন্ধ্যা ৭টায়, দক্ষিণ কলকাতা 'নৃত্যাঙ্গন' আয়োজিত করতে চলেছে ভরতনাট্যম সূচক অনুষ্ঠান 'নমামি গাঙ্গে'। কোরিওগ্রাফি এবং পরিচালনায় রয়েছেন প্রখ্যাত ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী ঝিনুক মুখার্জী সিনহা।

আগামী ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায়, দিল্লির 'থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম' বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা মঞ্চে তাঁদের নাটক 'সূর্যের অন্তিম কিরণ থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ পর্যন্ত' প্রস্তুত করবেন। সুরেন্দ্র বর্মার মূল হিন্দি নাটক থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ভাস্বতী ঘোষ এবং নাটকটির নির্দেশনায় আছেন বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রী পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য। উৎসাহী নাট্যপ্রেমী দর্শকের সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

আগামী ১৩ই মে, শনিবার মান্ডি হাউস সংলগ্ন শ্রীরাম সেন্টার অডিটোরিয়ামে, ঠিক সন্ধ্যা ৭টায়, একটা বর্ণময় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করতে চলেছেন, রাজধানী দিল্লি শহরের প্রণম্য ব্যক্তিত্ব, প্রয়াত সঞ্জয় সরকারের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় গঠিত 'সঞ্জাত' গোষ্ঠী। বাংলা সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডারে আমরা এমন অনেক প্যারোডি বা প্রহসন রচনা পড়ার সুযোগ পেয়েছি যা তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বৈষম্য, অসামঞ্জস্য অধঃপতনকে, হাস্যরসের মোড়কে বেঁধে, আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ছলে দেখিয়ে দিয়েছে। এই মনোহরা রস আস্বাদনের সুযোগ পেয়ে অগণিত পরিতৃপ্ত পাঠকের মুখমণ্ডলে দেখা গেছে এক পরিতৃপ্ত হাসির ঝিলিক এবং একইসাথে তাঁদের একান্ত ভাবনাগুলো একত্রিত হয়ে চেতনার উন্মেষও ঘটিয়েছে। যাঁরা এখনও বাংলা সাহিত্য সম্ভারের এই সুধারস পানে বঞ্চিত, তাঁরা অবশ্যই উক্তদিনে সন্ধ্যায়, ইতিহাসের মোড়কে নাচে, গানে ও গল্পে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মেতে উঠতে পারেন।

অন্যান্য সংবাদ

গত ২৭শে মার্চ থেকে ৩১শে মার্চ, দিল্লির আয়ানগরে মহাকালী মন্দিরে (অর্জনগড় মেট্রো স্টেশনের সন্নিকট) শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। সাধারণ সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণন চক্রবর্তী এবং ওনার সহধর্মিনী রিনি লিতা চক্রবর্তীর অসাধারণ শিল্প শৈলীতে সমগ্র পূজা মণ্ডপ সেজে উঠেছিলো। মহাকালী মন্দিরের সার্বজনীন পূজা হলেও, এই পূজায় ছিলো ঘরোয়া পরিবেশ এবং

আন্তরিকতার ছোঁয়া। প্রতিদিন পূজা সমাপনের পর ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। বিজয়া দশমীতে বরণ এবং সিঁদুর খেলা ছিল বেশ অভিনব। এই মহাকালী মন্দির স্থাপিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে।

প্রতি বছরের মতো চিরাচরিত পরম্পরা অনুযায়ী দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে গত ২৮শে মার্চ, মঙ্গলবার থেকে ৩১শে মার্চ শুক্রবার পর্যন্ত শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা বেশ আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো। সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুব্রত দাশ জানিয়েছেন, প্রতিদিন অগণিত ভক্তদের জনসমাগমে পূজা সমাপনের পর ভোগ বিতরণ করা হয়েছিল।

'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা' দিল্লির মাতৃমন্দিরের উদ্যোগে, মাতৃমন্দির লাইব্রেরি হলে প্রত্যেক মাসের তৃতীয় রবিবার অনুষ্ঠিত হয় 'বঙ্গ সংস্কৃতির আসর'। সাধারণতঃ তৃতীয় রবিবারে অনুষ্ঠিত হলেও, মন্দিরের অন্যান্য কার্যক্রমের দিকে দৃষ্টি রেখে মাঝে মাঝে অন্যান্য রবিবারেও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে চলে আসা এই আসরে দিল্লির শিক্ষা, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে এই সাহিত্যবাসরকে উজ্জ্বল করে তোলেন। সর্বোপরি গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের উপস্থিতি আসরকে সম্পূর্ণতা দান করে। প্রবাসে, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি চর্চার দায়িত্ব মাতৃমন্দির সমিতি নিরলসভাবে পালন করে চলেছেন। এই আসরে সকল উৎসাহী ব্যক্তিদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কান্ডারী মহুয়া রায়।

১লা এপ্রিল থেকে, দিল্লির লে রিদম ফাউন্ডেশনের (www.letythmeworld.com) বিশেষ উদ্যোগে এবং দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায়, লে রিদম স্কুলের মাধ্যমে নৃত্য (কত্থক, সৃজনশীল, ইত্যাদি), ভোকাল (ক্ল্যাসিকাল, লাইট ক্লাসিক্যাল, ভজন ইত্যাদি), শিল্প ও সঙ্গীতের ক্লাস শুরু করা হয়েছে। এই উদ্যোগ নেওয়ার ফলে, আর কে পুরম, মুনিরকা, বসন্ত কুঞ্জ এবং সংলগ্ন এলাকার শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান করতে সক্ষম করবে। এমন একটা মহান উদ্যোগ নেওয়ার জন্য লে রিদমের কর্ণধার এবং দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির সাধারণ সম্পাদককে দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আগামী ৯ই এপ্রিল রবিবার, দিল্লির আয়ানগরে মহাকালী (অর্জনগড় মেট্রো স্টেশনের সন্নিকট) মন্দিরের ২৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কালী মায়ের বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। এই দিন সকাল ১০টা থেকে পুজো শুরু হয়ে দুপুর ১টায় ভোগ বিতরণ এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়, সন্ধ্যারতি হবে।

একটি বিশেষ আবেদন

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর 'অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ' নামক একটা মাসিক ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু দিল্লিতে প্রায় ২০ লক্ষ বাঙালি বসবাস করেন এবং সকলকে একসূত্রে বেঁধে রাখা খুব সহজ কাজ নয়। ফলস্বরূপ দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বহমান সাংস্কৃতিক সংবাদ, সঠিক সময়ে আমাদের সংগ্রহে না থাকায়, আপনাদের সবার কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে, আমাদের কাছে সযেত্ন পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হবো। আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা আমাকে ব্যক্তিগত হোয়াটস্যাপ (রাজা চট্টোপাধ্যায় - 9810484734) মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।

আশাকরি, আমাদের সকল সদস্যগণ এবং দিল্লিসংলগ্ন এলাকার, সমস্ত সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সমাজসেবামূলক বিভিন্ন বাঙালি সংগঠন, আমাদের এই লক্ষ্যপূরণে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

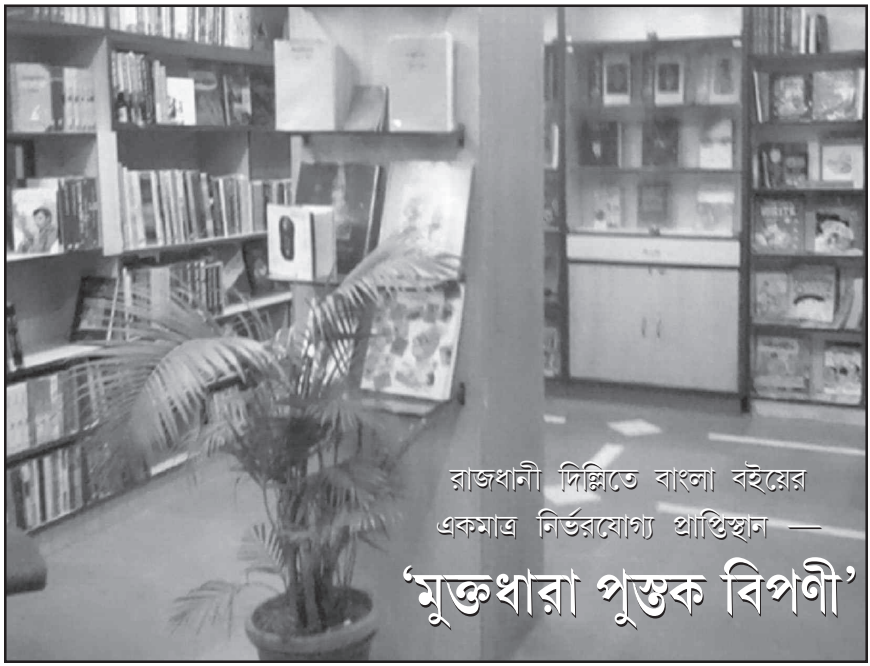

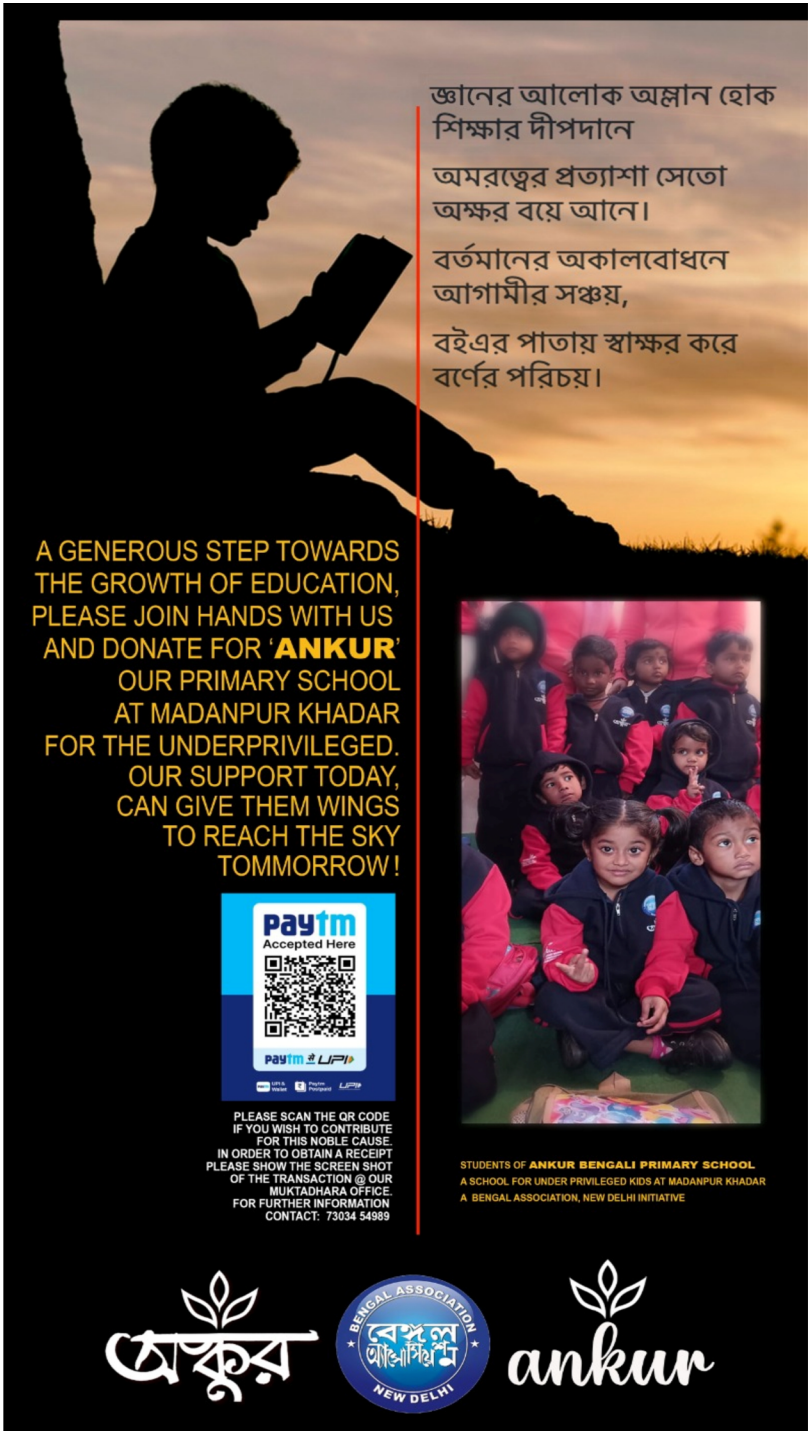
জ্ঞানের আলোক অম্লান হোক
শিক্ষার দীপদানে
অমরত্বের প্রত্যাশা সেতো
অক্ষর বয়ে আনে।
বর্তমানের অকালবোধনে
আগামীর সঞ্চয়,
বইএর পাতায় স্বাক্ষর করে
বর্ণের পরিচয়।
A GENEROUS STEP TOWARDS
THE GROWTH OF EDUCATION,
PLEASE JOIN HANDS WITH US
AND DONATE FOR 'ANKUR'
OUR PRIMARY SCHOOL
AT MADANPUR KHADAR
FOR THE UNDERPRIVILEGED.
OUR SUPPORT TODAY,
CAN GIVE THEM WINGS
TO REACH THE SKY
TOMMORROW!
Paytm
Accepted Here
PLEASE SCAN THE QR CODE
IF YOU WISH TO CONTRIBUTE
FOR THIS NOBLE CAUSE.
IN ORDER TO OBTAIN A RECEIPT
PLEASE SHOW THE SCREEN SHOT
OF THE TRANSACTION @ OUR
MUKTADHARA OFFICE.
FOR FURTHER INFORMATION
CONTACT: 73034 54989
STUDENTS OF ANKUR BENGALI PRIMARY SCHOOL
A SCHOOL FOR UNDER PRIVILEGED KIDS AT MADANPUR KHADAR
A BENGAL ASSOCIATION, NEW DELHI INITIATIVE
অঙ্কুর
BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
ankur

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

আয়োজিত

প্রভাতী অনুষ্ঠান

৭ই মে, ২০২৩, রবিবার

সময় সকাল সাড়ে ছটা **থেকে**

স্থানঃ রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ, কোপারনিকাস মার্গ, **নতুন দিল্লি** (মান্ডি হাউসের বিপরীতে)

নিয়মাবলীঃ-

১) নাম পাঠাবেন বেঙ্গল **অ্যাসোসিয়েশনের** অফিসে ০১১-২৩৩৪৪৮০৮/ ০১১-২৩৭৪৬৩১৫/ ৭৩০৩৪০০৫৫৪ **নম্বরে। অথবা ইমেল করবেন** bengalassociation1819@gmail.comএ। সাবজেক্ট লাইনে লিখবেন **রবীন্দ্রজয়ন্তী** ২০২৩-প্রভাতী অনুষ্ঠান/ Rabindra Jayanti 2023- Prabhati Anushthan।

২) গান বা কবিতার ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি করে গান বা কবিতা পাঠাতে হবে।

৩) কবিতা বা গদ্যাংশ পাঠের সময়সীমা সর্বাধিক ৪ **মিনিট। নাট্যাংশের সময় সীমা সর্বাধিক** ৬ মিনিট। গান বা যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে **সময়সীমা সর্বাধিক** ৩ মিনিট। যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে **বাদ্যযন্ত্রের নাম অবশ্যই জানাতে হবে।**

৪) **বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমবেত সঙ্গীতের জন্য একটি গান গ্রহণীয়।**

৫) **সমবেত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দলের শিল্পী সংখ্যা ন্যূনতম পাঁচজন হতে হবে** এবং দলের শিল্পীদের নাম গান লেখাবার সময় জানাতে হবে। **একই শিল্পী একাধিক দলে সঙ্গীত পরিবেশন** করতে পারবেন না।

৬) **সমবেত সঙ্গীতের একটি দলে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে সর্বাধিক দুইজন একক সঙ্গীত পরিবেশন করতে** পারবেন। **নাট্যাংশ বা পাঠের ক্ষেত্রেও একই শিল্পী একাধিক পরিবেশনা করতে পারবেন না।**

৭) লাইভ গানের সঙ্গেই নৃত্য পরিবেশন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে **সঙ্গীত** শিল্পীর গানকে একটি একক হিসাবে ধরা হবে।

৮) **চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত** এবং নির্ধারিত গান বা কবিতাই অংশগ্রহণকারীকে পরিবেশন করতে হবে।

৯) গান, কবিতা বা পাঠের আগে বা পড়ে এই অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত কিছু বলা বর্জনীয়। একইভাবে গান পরিবেশনের সময় মূল সুর বা কথা থেকে বিচ্যুতিও বর্জনীয়।

১০) প্রভাতী অনুষ্ঠানের **ঐতিহ্য** অনুযায়ী উপযুক্ত পরিধান পরেই **অনুষ্ঠানে** অংশ নেওয়া আবশ্যিক।

১১) অনুষ্ঠানের তালিকা **অনুষ্ঠানের** দিনই প্রকাশিত হবে এবং ক্রমিক **সংখ্যা** পরিবর্তনীয় নয়।

১২) প্রথম ও শেষ গানটি সমবেত সঙ্গীত, যথাক্রমে 'হে নূতন' ও 'ওই মহামানব আসে'। সকল অংশগ্রহণকারীকে উভয় গানের সময় **উপস্থিত** থেকে সমবেত সঙ্গীতে অংশ নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৩) সঙ্গীত পরিবেশনকারী শিল্পী বা দলগুলিকে নিজস্ব হারমোনিয়াম নিয়ে আসতে হবে।

১৪) নাম দেবার শেষ তারিখ ২৫শে এপ্রিল, ২০২৩।

তপন রায়
সভাপতি

প্রদীপ গাঙ্গুলী
সাধারণ সম্পাদক

NETAJI SUBHASH SANGATHAN

in association with

BENGAL ASSOCIATION, DELHI

Invite you to join

The Prize Distribution Ceremony of Inter School Essay competition held in January 2023 to commemorate the Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti 2023.

On

8th April 2023, 10:00 am to 1:00 pm

Venue: "Muktadhara Auditorium"
Banga Sanskriti Bhawan.
18-19, Bhai Veer Singh Marg, Gole Market, New Delhi- 110001

---- Chief Guest ----

Shri Kingshuk Nag

Former Editor of Times of India, Hyderabad, Eminent Author & Biographer of Netaji Subhash Chandra Bose

---- Guest of honour ----

Lieutenant R Madhwan

An Azad Hind Fauj Veteran

All are requested to attend.

RSVP: 7827703886, 9636064111

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
তৃতীয়
নাট্যমেলা
সৌজন্যে
আবাহন নাট্য গ্রুপ
An Initiative of PRANTIC CULTURAL SOCEITY
যুদ্ধের আগে
PLAYWRIGHT & GUIDANCE : AVIJIT BANERJEE
DIRECTION : SWATI MUKHERJI
CAST :
SWATI MUKHERJI
MOUMITA ROY
MRINMOY JOARDAR
16TH APRIL . 2023, SUNDAY . 6:00 PM
AT MUKTODHARA AUDITORIUM,
BHAI VIR SINGH MARG, NEW DELHI
NIRBAK ACTING ACADEMY
PRESENTS
SAUDAMINI
সৌদামিনী
ON STAGE
SASWATI GANGULI
PRADIP CHATTERJEE
SUBRATA CHAKRABORTY
SUMONTO BHOWMICK
TAMAL SARKAR
SUBHODEV BANERJEE
GAUTAM DASGUPTA
PLAY WRIGHT CHANDAN SEN
STAGE CRAFT SUDIP BISWAS
MUSIC TAMAL SARKAR & DEBDUTTA ROY
LIGHT TARAK SARKAR
DIRECTION GAUTAM DASGUPTA
সবাইকে আমন্ত্রণ
আবাহন নাট্য গ্রুপ এবং
নির্বাক অ্যাক্টিং অ্যাকাডেমি প্রযোজিত
দুটি নাটক "যুদ্ধের আগে"
এবং "সৌদামিনী"
১৬ই এপ্রিল ২০২৩, রবিবার, সন্ধ্যা ৬:০০
মুক্তধারা অডিটোরিয়াম, বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন,
১৮ - ১৯ ভাই বীর সিং মার্গ, গোল মার্কেট
নিউ দিল্লি ১১০০০১

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে
প্রভাতী অনুষ্ঠান
৭ই মে, সকাল ৬:৩০
রবীন্দ্র ভবন, কোপার্নিকাস মার্গ,
মান্ডি হাউস, নিউ দিল্লি

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487